Short Note

স্ফুরণ ও ধারণা

বহু ব্যক্তি বার্কলের মতো হিউম ও অভিজ্ঞতাবাদে জ্ঞানের উৎস বলেছেন, প্রত্যক্ষজ্ঞান আবার দুই প্রকার: স্ফুরণ বা ইন্টুইশন এবং ধারণা। হিউমের মতে স্ফুরণ ও ধারণা ছাড়া আমাদের জ্ঞানের অন্য কোনো উপাদান নেই।

স্ফুরণ ও ধারণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য: স্ফুটতার পার্থক্য — স্ফুরণ বা সংবেদন হল সদ্যঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান, আর ধারণা হল স্ফুটিত অর্থাৎ স্ফুরণের অপেক্ষা ম্লানতর-প্রতিরূপ। হিউমের ভাষায় "যখন আমি কিছু দেখি, অথবা শুনি, অথবা অনুভব করি অথবা ভালোবাসি, অথবা ঘৃণা করি, অথবা ইচ্ছা করি, তখনকার সেই অভিজ্ঞতাই সদ্যঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানই হল 'স্ফুরণ', আর ইহার সংবেদন সম্বন্ধে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা স্মরণ করি, তখনকার সেই অভিজ্ঞতা হল সদ্যঃ প্রত্যক্ষ হল 'ধারণা'।" হিউমের মতে ধারণা হল স্ফুরণ বা সংবেদনের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ স্ফুটি-প্রতিরূপ। সাধারণভাবে স্ফুরণ হল ধারণার অপেক্ষা স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সদ্যঃ। অতি স্পষ্ট ধারণাকেও নিতান্ত অস্পষ্ট স্ফুরণ অপেক্ষা দুর্বল বলে মনে হয়। তেমনি আবার অতি অস্পষ্ট স্ফুরণকে অতি স্পষ্ট ধারণার অপেক্ষা সবল বলে মনে হয়। হিউমের মতে স্ফুরণ এবং ধারণার উভয়ই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত হলেও স্ফুরণ হল অপেক্ষাকৃত বেশি সদ্যঃ প্রত্যক্ষ, আর ধারণা হল অপেক্ষাকৃত বেশি নিদ্যঃ প্রত্যক্ষ। স্ফুরণ যেমন তীব্রভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, ধারণা তেমন পারে না। হিউম বলেন, যখন আমরা কোনো গ্রহ অনুভব করি, উষ্ণতা বা শীতলতা অনুভব করি, তখন মনের মধ্যে যে প্রকার চাঞ্চল্যবোধ উপস্থিত হয়, পরবর্তীকালে সেই গ্রহ-কে, উষ্ণতা বা শীতলতাকেই স্মরণ করে মনের মধ্যে পূর্বের সেই চাঞ্চল্যকে, তা অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হয়। তাহলেই ধারণা হল স্ফুরণের অপেক্ষা স্ফুটি প্রতিরূপ।

স্ফুরণ ও ধারণার মধ্যে হিউম যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন তা গুণগত বা স্থিতিগত পার্থক্য নয়, তা হল মাত্রাগত বা পরিমাণগত পার্থক্য। স্ফুরণ ও ধারণার একমাত্র পার্থক্য হল, ক্ষীণতর, উজ্জ্বলতর অর্থাৎ পরিমাণের পার্থক্য। সংবেদনে রাহু-উদ্দীপনা থাকে, ধারণার ক্ষেত্রে কোন রাহু-উদ্দীপনা থাকে না।

স্ফুরণ ও ধারণার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য: স্ফুরণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং সেইহেতু ধারণার কারণ। স্ফুরণ ও ধারণার মধ্যে হিউম অপর এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। স্ফুরণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী। যা কোন কিছুর নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ, কাজেই স্ফুরণ ধারণার কারণ। কারণ না থাকলে যেমন কার্য হয় না, তেমনি স্ফুরণ না থাকলে ধারণাও হয় না। অর্থাৎ স্ফুরণ হল ধারণার ভিত্তি। ধারণা মাত্রই স্ফুরণ-নির্ভর, স্ফুরণজন্য এবং স্ফুরণমাত্রেরই পরিণতি হল ধারণা।

Scanned with CamScanner